কোটচাঁদপুরের মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকের পথ চলা শুরু

নতুন ব্যবস্থাপনায় পথচলা শুরু করলেন কোটচাঁদপুর মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। মানুষকে সেবা দেওয়ায় হবে,আমাদের লক্ষ্য বললেন হাসপাতালের ব্যবস্থাপক শম্ভু নন্দি।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর বলুহর বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি বেশ কয়েকবার চালু করা হয়। এরপর কিছু দিন চলার পর আবারও বন্ধ হয়ে যায়।

শুক্রবার দুপুরে নতুন ব্যবস্থাপনায় আবারও হাসপাতালটি আবারও শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল কাউন্সিলর আব্দুল মাজেদ,উপজেলা কৃষক লীগের সাবেক আহবায়ক শাহাজাহান আলী, যুগ্ম সম্পাদক রফি উদ্দিন মল্লিক।

এ সময় হাসপাতালের নতুন ব্যবস্থাপক শম্ভু নন্দি বলেন,দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ছিল। এখন আবার চালু করা হল। আর চলতে হলে আপনাদের সবার সহযোগিতা আমার একান্ত কাম্য। আপনারা সহযোগিতা করলে প্রতিষ্ঠানটি দাড়াতে পারলে।

তিনি বলেন,মানুষকে সেবা দেওয়ার মানুষিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হল। আপনাদের সেবায় আমার মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা যুবলীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক নারায়ণ ভট্রাচার্য।

ঝিনাইদহে সাব-রেজিস্ট্রার সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে দলিল জালিয়াতির মামলা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার ইয়াসমিন শিকদার, তিনজন দলিল লেখক, কুষ্টিয়া জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের প্রধান সহকারী ইব্রাহিম হোসেন বাবুল এবং দলিল জালিয়াতি চক্রের হোতা হাটফাজিলপুর গ্রামের ফরিদুল ইসলাম ভুন্ডুলসহ উনিশ জনের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতে দলিল জালিয়াতির ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে।

যাহার মামলা নং ৫৫৫/২২,তারিখঃ২২/১২/২০২২ ইং।ধারাঃ ৪২০/৪৬৩/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/ ৫০৬(২)পেনাল কোড। মামলার বাদী হচ্ছে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের প্রচার সম্পাদক শামীমুল ইসলাম শামীম।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে ঘুষ লেনদেনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী জালিয়াত চক্র ও কর্মচারী- দালাল সিন্ডিকেট। র্দীঘবছর ধরে জমি রেজিষ্ট্রির সকল প্রকার জালিয়াতির কাজসহ দলিল রেজিষ্ট্রি জালিয়াতি, ভূয়াপর্চা তৈরি,স্বত্তের থেকে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি, নামপত্তনের খারিজ খতিয়ান জালিয়াতি, দলিলের বালাম বই থেকে পাতা ছেড়া, দলিল প্রতি অতিরিক্ত অর্থ আদায়, টেম্পারিং জাল করাসহ কৌশলে প্রতারণা মুলক ভাবে দলিল রেজিষ্ট্রি জালিয়াতি করায় ভূক্তভুগি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। সাব-রেজিষ্ট্রার,দলিল লেখক, গ্রহীতা, দাতা, স্বনাক্তকারিদের যোগসাজশে ব্যাপক জাল-জালিয়াতি ঘুষ-বানিজ্যের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অপরাধমূলক অসদাচরণ জনিত অপরাধ সংগঠিত করে জমি রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

মামলার সূত্রে জানা যায়, জালিয়াতি দলিল নং ৬০৪০/২১, ৬৩০৫/১১, ২০৭১/১৪, ১৭৫০/১০, ৬৮৪০/৬৮, ৩০৭১/২০০১, ১৫৯/২০০১, ৫৬৮৬/২০০০, ৩৫৫৭/২০০০, ৫৬৮৫/০৯ এবং দলিল নং ৫৬৮৬/০৯। এছাড়াও ভূমিদস্যু ফরিদুল ইসলাম ভুন্ডুলে দাতা হয়ে তার প্রাপ্ত সমূদয় সম্পত্তি গ্রহীতা রেজাউল ইসলামের নিকট কবলা দলিল নং ১১৩৯/৮১,রেজিষ্ট্রি তারিখঃ ২০/০১/১৯৮১ এ বিক্রয় করার পরও উক্ত গ্রহীতা ব্যতিরেখে একই জমি দ্বিতীয় বার জালিয়াতির আশ্রয়ে বিক্রয় করেছে। উক্ত ১১৩৯/৮১ নং

দলিলটি যশোর ডি.আর অফিস থেকে বালাম বইয়ের পাতা ছিড়ে ফেলা হয়েছে ব্যাপক ঘুষ-বানিজ্যের মাধ্যমে।◌্ এছাড়াও শৈলকুুপা থানায় সাব-রেজিস্ট্রারে বিরুদ্ধে দুনীতি দমন কমিশন মামলা করেন, যাহার মামলা নং ০৬/২৬০, তারিখ ১০/১১/২০১৪।

উল্লেখ: ইতিপূর্বে আসামী ফরিদুল ইসলাম ভুন্ডুলের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহের বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতে, দন্ডবিধি ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারায় বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন হাটফাজিলপুর গ্রামের সাবেক ম্বেম্বর রবিউল ইসলাম জোয়ার্দ্দার। যাহার মামলা নং শৈল,সি,আর,১০৩/১২।

মামলার বাদী শামীমুল ইসলাম শামীম বলেন, আসামীগনের যোগসাজশে জাল-জালিয়াতি মাধ্যমে প্রস্তুত করে যে সকল দলিল রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে তারফলে আমার সম্পত্তির মালিকানা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা দলিল প্রস্তুত (making a false document) করা হয়েছে। যাহার ফলে অবৈধ্য অধিকার তৈরি হওয়ায় আমার অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে এবং আমি আমার বৈধ অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়েছি। সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে জালিয়াত কারিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হলে দলিল জালিয়াতি দুর করা সম্ভব হবে।

ঝিনাইদহে এক কৃষকের ধরন্ত লাউগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ সদরে এক কৃষকের ১ বিঘা জমির ধরন্ত লাউগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার রাতে সদর উপজেলার উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ভূপতিপুর গ্রামের আলতাফ মিয়া জানান, পার্শবর্তী উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামের মাঠে ১ বিঘা জমি লীজ নিয়ে দেড় মাস আগে লাউগাছ লাগিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে কিছু লাউ বিক্রি করেছেন।

শুক্রবার সকালে আবারো লাউ তুলতে দিয়ে দেখেন তার জমির সকল লাউ গাছ কাটা। বৃহস্পতিবার রাতে কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে তার প্রায় ২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছন তিনি। পুর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষ প্রতিবেশীরা এ ঘটনা ঘটাতে পারে বলে ধারনা করছেন কৃষক আলতাফ মিয়া।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, লাউগাছ কাটার ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা থেকে অব্যহতি চান ভুক্তভোগী পিতা-পুত্র

পিতা-পুত্রের নামে আদালতে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে জামাল হোসেনের বিরুদ্ধে। সে কোটচাঁদপুর উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে। সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নিকট ভুক্তভোগী পরিবারটি এ মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা থেকে অব্যহতি ও সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

রাঙ্গীয়ারপোতা গ্রামের হাবিবুর রহমান বলেন, জমিটা আলমগীরের কোন কাজে লাগতো না। এ কারনে এতদিন পড়েছিল। ওই সুযোগে তারা জমির মাঝ দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ব্যবহার করছিল। এখন তাঁর কাজে লাগছে। এ কারনে জমিটি ঘিরে দিয়েছেন আলমগীর। আর ওই জমিটির উপর দিয়ে কোন সরকারি রাস্তা কোনদিনও ছিল না। আমার জানা মতে তাদের সঙ্গে রাস্তা দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিও ছিল না। জামাল হোসেন, আলমগীর ও তার ছেলের নামে মিথ্যা মামলা করে শুধুই হয়রানি করছেন।
ওই গ্রামের আব্দুল হালিম বলেন,জামাল হোসেন, আলমগীরদের কিছুই হয় না। জামাল কুমিল্লার মানুষ। সে এখানে এসে বাড়ি বেধে বসবাস করছেন। আর আলমগীর হোসেন এখনকার বসতি মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করছেন। এ ছাড়া জামাল হোসেন তাদের কোন শরিকও না।

তিনি বলেন, জামাল হোসেন, যে রাস্তার জন্য আদালতে মামলা করেছেন। তিনি নিজেই প্রাচীর নির্মান করে ওই রাস্তা আগেই বন্ধ করেছেন। এখন সে অন্যের জমির উপর দিয়ে রাস্তা বানাতে আদালতে মিথ্যা মামলা করে তাদের শুধুমাত্র হয়রানিই করছেন।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আলমগীর হোসেন বলেন, জামাল হোসেন, বিল্লাল হোসেন ও মিজানুর রহমান একই পরিবারের তিন ভাই। তারা উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে। ওই তিন ভাই আমার কেনা জমির মাঝ দিয়ে চলাচলের রাস্তা দাবি করে আসছিল।

আমি ওই জমির পাশ দিয়ে, তাদের চলাচলের রাস্তা দিতে রাজি হই। এরপরও তারা কোন কথা না শুনে গায়ের জোরে ওই জমির মাঝ দিয়ে চলাচল করতে থাকে।

আমি কোন উপায় না পেয়ে রাস্তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আদালতে আমার ও আমার ছেলের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন। যাতে করে সামাজিক ভাবে আমাদের সম্মানের হানি ঘটেছে।

জামাল হোসেন মামলায় বলেছেন, আর এস ৮৫ নং খতিয়ানের আর এস ১৩০৭ নং দাগের রাস্তার সমপরিমাণ জমি বিনিময় করিয়া ব্যবহার করছেন। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। তাদের সঙ্গে এমন কোন চুক্তি আমার সঙ্গে আদৌও ছিল না। যা আমি আদালতের নৌটিশের জবাবে আগেই বলেছি। এ ছাড়া তিনি আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা কোনটাই সত্য নয়।

এ সব তারা আমাকে হয়রানি করার জন্য করেছেন। বিষয়টির আমি সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের আশুহস্তক্ষেপ কামনা করছি।

অভিযুক্ত জামাল হোসেন বলেন,ওই রাস্তা সমপরিমাণ জমি আমরা তাকে দিয়ে চলাচল করতাম আগে থেকে। এখন আলমগীর হোসেন আর দিতে চাচ্ছেন না। অনেকবার রাস্তা নিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। ওনি রাজি না হওয়ায় আমরা বাধ্য হয়ে আদালতের শরাপন্ন হয়েছি।

এ ব্যাপারে এলাঙ্গী ইউনিয়ন ভুমি অফিসের তহসিলদার শরিফুল ইসলাম বলেন,ওই সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট দিয়ে ছিলাম। বেশ কিছু দিন হয়ে গেছে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না,কি দিয়ে ছিলাম।

[redacted]

[redacted]

ঝিনু জানান,অনেক আগে থেকে ফলের বাগানের প্রতি আমার আগ্রহ বেশি। এ কারনে আম আর লিচুর বাগান আছে ৩০ বিঘা। যা থেকে চলে আমার জীবিকা। শিল্পকর্ম নিয়ে তিনি বলেন,এ কাজগুলো করতে কিছু কাঠ বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আর কিছু কাঠ আমার বাগান থেকে কাটা হয়েছে। একটা শিল্প কর্ম শেষ করতে প্রায় ৫/৭ হাজার টাকার ব্যয় হয়েছে।

ঝিনাইদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের কারাতে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে সদর উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ুয়া ছাত্রীদের মাস ব্যাপি কারাতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ এলাকায় কারাতে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) শারমিন আক্তার সুমির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম কারাতে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন এড: আব্দুর রশিদ, সদ্য বিদায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম শাহীন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যন রাশেদুর রহমান রাসেল ও সেফ সুইমিং একাডেমির পরিচালক মাহাফুজুর রহমান বিপ্লব।

মাস ব্যাপি কারাতে প্রশিক্ষণ প্ররিচালনা করবেন সোতোকান কারাতে দো ঝিনাইদহের পরিচালক কাজী আলী আহাম্মেন লিকু। পৌর এলাকার চার টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন ছাত্রী এই কারাতে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করবে।

হরিণাকুণ্ডুতে সুদখোরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

মাসিক সুদ ৫০০০ হাজার টাকায় ৩০০ টাকা ! এই হারেই সুদ আদায় করছেন অবৈধ সুদ কারবারি। সুদের টাকা গ্রহীতা দিতে ব্যর্থ হলেই শুরু হয় নানা অত্যাচার কোথাও কুপ্রস্তাব,কোথাও মামলা-মোকোদ্দামা। এমনই এক চিত্র দেখা গেছে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের মণ্ডলতোলা গ্রামে। গ্রামটির আনাচে কানাচে সুদে ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু ওয়াজ মণ্ডলের ছেলে মোঃ শফি উদ্দীন। সুদখোরের উৎপাতে বাড়ির গরু,ছাগল বিক্রি করে নিঃস্ব হয়েছেন জামেলা খাতুন নামের এক দিন মুজুরী গৃহিণী । এখানেই শেষ নয় সুদখোর মোঃ শফি উদ্দীনের অত্যাচার স্বজ্জ করতে না পেরে হঠাৎ আকর্ষিকভাবে মৃত্যু হয় জামেলা খাতুনের স্বামী একমাত্র উপার্জনকারী ব্যাক্তি মোঃ রশিদ।

জানাগেছে সুদখোর শফিউদ্দীন দ্বীর্ঘ্য দিন ধরে এই সুদের ব্যাবসা করে আসছেন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে সংবাদ প্রকাশিত হলেও থামেনি সুদখোর শফিউদ্দীনের সুদের ব্যবসা। নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেনা জনপ্রতিনিরাও।

গ্রামের আপামর জনসাধারণ বলছে, তোলা, মণ্ডলতোলা, মাঠআন্দুলিয়া সহ বিভিন্ন এলাকাতে তিনি এই সুদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোনও ধরা বাঁধার নিয়ম নেই। এইতো সেদিন আমাদের গ্রামের রশিদ নামের এক ছেলে মারা গেলো। শুনছি রশিদের বউয়ের নাকি ৫ হাজার টাকা দাদন দিয়ে সেখান থেকে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা নিয়েও শোধ হয়নি। তাকে আবার ৪ থেকে ৫ লাক্ষ টাকার কেচ করেছে মাদারীপুর জেলায়। যেহেতু এই শফি উদ্দীনের শ্বশুর বাড়ি মাদারীপুর জেলায়। এই সুদখোর প্রায় মানুষেরই কাছ থেকে স্টাম্পে স্বাক্ষর করে নিয়ে সুদের টাকা পরিশোধ হলে সেই স্টাম্প দিয়ে অনেক টাকা লিখে কেচ দেয় বলেও জানান গ্রামবাসী। এই সুদের কারবারির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হরিণাকুণ্ডু প্রশাসনের নিকট আশু হস্তক্ষেপ কামনাও করেছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

কথিত আছে উপজেলার ইসলাম, পিতা মসলেম সর্দ্দার, নিজাম উদ্দীন পিতা জহির সর্দ্দার, রেজাউল ইসলাম পিতা জহির সর্দ্দার, সুমি খাতুন স্বামী নিজাম সর্দ্দার, তাসলিমা খাতুন স্বামী রেজাউল সর্দ্দার

উভয় সাং মণ্ডলতোলা গ্রামে। এদেরকেও একইভাবে ১০(দশ) ১২(বার) লক্ষ টাকার কেচ দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় মৃত্যু রশিদের স্ত্রী জামেলা খাতুন “সাংবাদিকদের” জানান, আমার পারিবারিক প্রয়োজনে ২০১৯ সালে ৫ হাজার টাকা শফি উদ্দীনের কাছ থেকে নিই। যাহা মাসে আমাকে ৩০০/- শত টাকা দিতে হয়। এরপর ২ বছরের জন্য সরকারী চাউলের কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে আমার ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি নেন। ঠিক ঐ সময়ে আমার কাছ থেকে রেজিষ্ট্রি স্টাম্পে স্বাক্ষর করতে বলে। আমি জানতে চাইলে সুদখোর শফি বলে কোনও সমস্যা নেই, চাউলের কার্ডের জন্য এটা লাগবে। ছয় মাস পরেই আমি তার দেওয়া ৫ হাজার টাকার, ৯ হাজার টাকার সুদ সহ দিতে গেলে তিনি ৬০ হাজার টাকার চেয়ে দ্বাবী করে বসে।

এঘটনায় আমার স্বামী ও দেবর ভাসুরদের জানালে তারা সুদখোরের সাথে আলাপ আলোচনা করে আমাকে ৪২ হাজার টাকা দিতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দেন। আমি গরু ছাগল বিক্রয় করে সেই টাকা পরিশোধ করি। পরবর্তীতে স্টাম্প আনতে তার বাডিতে গেলে সে আমাকে কুপ্রস্তাব। আমি ঐ সুদখোর শফির কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে সে আমাকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে, এবং বলে তোর স্বাক্ষর করা স্টাম্পে ৪ (চার লক্ষ) টাকা বসানো আছে। আমাকে হুমকী দেয় জান মামুদের ছেলে জহির বিশ্বাসের মতো তোকেও মাদারীপুর কোর্টে মামলা করবো। আমি এই সুদখোরের সুষ্ঠ্যু বিচার চাই বলেও জানান সদ্য স্বামী হারা এই গৃহিণী জামেলা খাতুন।

উপজেলার মণ্ডলতোলা গ্রামের শফি উদ্দীনের স্ত্রী লেলিনা খাতুন জানান, সে আগে সুদের ব্যবসা করতো কিন্তু এখন আর এসব করে না। সুদের ব্যাবসা ও কুপ্রস্তাব বিষয়ে সুদখোরে শফি উদ্দীনের কাছে জানতে চাইলে তিনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে যাওয়ার ভান করে বলেন এসব মিথ্যা কথা।

এদিকে উপজেলার ৭ নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বসির উদ্দীন মণ্ডলতোলা গ্রামের রশিদের মৃত্যুর ঘটনার কথা স্বীকার করে জানান, লোকটা খুব ভালো মানুষ ছিলো। সুদখোর শফি উদ্দীন নাকি জামেলা খাতুনের সাথে সুদের কারবার করেছিলো। এমনই এক ঘটনায় ইতিপূর্বে নানা ধরনের মামলা মোকোদ্দামা হয় সেটা জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধে মামলাটা তুলে নেয়। এখন আবার সেমনই এক ঘটনা জামেলা খাতুনের সাথে শুনা যাচ্ছে। এমনকি এই ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানাতে একটি অভিযোগও হয়েছে।

হরিণাকুণ্ড থানা পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত মোঃ আক্তারুজ্জামান লিটন জানান, এব্যাপারে আমাদের কাছে একটি অভিযোগ এসেছে। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। জামেলা খাতুন ও শফি উদ্দীনের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের মতো সম্পর্ক ছিলো। তবে এদের মধ্যে মামলার সুত্র ধরে রেশারেশীর ঘটনা মনে হয়েছে।

তিনি আরও জানান,২১ অক্টোবর ২০২০ ইং তারিখে চরঠ্যাংগা থানার মাদারীপুর কোর্টে ৪০৬,৪২০ ধারায় একটি প্রতারণার মামলা করে ঐ থানার করম আলীর ছেলে ঈদ্রিস তালুকদার। পরবর্তীতে ১৯ জুলাই ২০২২ ইং তারিখে হরিণাকুণ্ডু থানার ইসলাম উদ্দীন, পিতা মফিজ উদ্দীন ৭/১৭ ধারায় একটি মামলা করেন ঈদ্রীস, শফি উদ্দীন ও মাহাবুবের নামে এবং ধারনা করা যাচ্ছে যে,ওদের মধ্যে বিদেশ যাওয়ার একটি পরিকল্পনা হয়। পরে এদের মধ্যে মতোনৈক্যের ঘটনা ঘটে এবং হুমকী ধামকীর সুত্রপাত ঘটে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করছি বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

হরিণাকুণ্ডুতে ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে অতিরিক্ত ফ্রি আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এইচএসসি কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা স্বাক্ষর করতে ছাত্রছাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলার হাজী আরশাদ আলী কলেজের কৃষিশিক্ষার প্রভাষক ফারজানা সিমু ও ভুগোল বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক সামছুল আলমের বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগি এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানা যায় ব্যবহারিক পরীক্ষার নামে প্রতি বিষয়ে ২০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে।

ধার্যকৃত টাকা না দিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার হুমকিসহ ব্যবহারিক খাতায় স্বাক্ষর না করে পরীক্ষার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের

একছাত্র জানায়, ভূগোল পরীক্ষার খাতা বাবদ প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি ২৪০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। টাকা না দিলে তাদের খাতায় স্বাক্ষর করা হয়না এবং তাদের ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

ভূগোলের সহকারী অধ্যাপক সামসুল আলমের কাছে এ টাকা আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারেননি। আগে থেকেই এমন হয়ে আসছে, আমরাও ছাত্র জীবনে এর থেকে অনেক বেশি দিয়ে এসেছি বলে তিনি দাবী করেন।

কলেজের একাধিক ছাত্র জানায়, কৃষিশিক্ষা বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা বাবদ সংশ্লিষ্ট প্রিভাষক ফারজানা সিমু ২০০ টাকা করে নিয়েছেন।

কলেজের ২৫০ জন পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে ২০০ টাকা করে ৫০হাজার টাকা উঠেছে। যেটাকে অনেকে সিজেনাল ইনকাম বলেও মনে করছেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক ফারজানা সিমুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কলেজের অধ্যক্ষের সম্মতিতে টাকা তুলেছেন বলে জানান। এছাড়াও এক্সটার্নাল, ইন্টার্নাল ও পরীক্ষার কেন্দ্রে এই টাকা খরচ করেন বলেও জানান তিনি। তথ্য সংগ্রহের জন্য তাকে ফোন দেওয়ার পর পরই তিনি বিভিন্ন লোক মাধ্যমে নিউজ না করার জন্য সুপারিশ করতে থাকেন।

উল্লেখ যে, ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্র ফি বাবদ বোর্ড নির্ধারিত খরচ পরীক্ষার্থীদের ফর্ম পূরণ করার সময় নিয়ে নেওয়া হয় বলে জানান উপজেলার সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোক্তার আলী।

হাজী আরশাদ আলী কলেজের অধ্যক্ষ এ.কে.এম মোত্তালেব হোসেন বলেন, ব্যবহারিক খাতায় স্বাক্ষর করে টাকা নিচ্ছে এই বিষয়ে তার কিছু জানা নেই। তবে তিনি বলেন, আমি জন প্রতি ৪০ টাকা করে নিতে বলেছি যেটা কেন্দ্র পরিচালনায় বাড়তি খরচ হয়।এর বাইরে যে টাকা নিচ্ছে সেটা আমার অজানা। যদি কেউ লিখিত অভিযোগ দেয় তবে আমি এই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুরাহা করবেন এমনটাই পরীক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের দাবি।

[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমান স্মরনে দোয়া ও আলোচনা সভা

শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমানের স্মরনে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুরে এ অনুষ্ঠান করা হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহর সভাপতিত্বতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ -৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজাহান আলী,সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল মান্নান,মুক্তিযোদ্ধা কায়দার রহমান ।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তি যোদ্ধা পরিবারের সন্তানরা। এর আগে বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুর রহমানের কবর জিয়ারত করেন নেতৃবৃন্দরা।